জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯

০২ অক্টোবর ২০১৯

বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় উৎপাদনশীলতা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

১৭ আশ্বিন ১৪২৬
০২ অক্টোবর ২০১৯

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ০২ অক্টোবর দেশব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

উৎপাদনশীলতা জাতীয় অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এটি একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে এবং উৎপাদন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। টেকসই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। উন্নয়নের ধারা চলমান রাখার জন্য আমাদেরকে আরো বেশি প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে। এ প্রেক্ষিতে এ বছরের জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের প্রতিপাদ্য "বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় উৎপাদনশীলতা" খুবই সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে। নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বাড়ছে। সরকার রূপকল্প ২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এছাড়া ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টেকসই উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চমানের পণ্য উৎপাদন ও সেবা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য সকল অর্থনৈতিক সেক্টরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারের এসকল দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমি এনপিও'র পাশাপাশি সকল সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সেবা সংস্থাকে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯' উদযাপন সফল হোক-এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ আশ্বিন ১৪২৬
০২ অক্টোবর ২০১৯

বাণী

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয়, দেশব্যাপী 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯' পালন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য "বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় উৎপাদনশীলতা" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

উৎপাদনশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি প্রবৃদ্ধি ও আয়স্তর নির্ধারণে প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে। যে দেশ কম খরচে অধিক গুণগত মানসম্পন্ন দ্রব্য উৎপাদন করবে সে দেশ ততো বেশি সুবিধাজনকভাবে এগিয়ে যাবে। তাই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নাই।

ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। আমরা ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছি। ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার সংকল্প নিয়েছি। একই সময়ে সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সকল সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। এজন্য জনগণের মধ্যে উৎপাদশীলতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি জরুরি।

আমি আনন্দিত যে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন দিবসটি উদযাপনে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি আশা করি, জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপন উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের গতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯' -এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর ভূমিকা

জাতীয় অর্থনীতিকে গতিশীল করার অন্যতম পথ অর্থনীতির প্রতিটি খাতের কর্মকান্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। এটি পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃত একটি বাস্তবতা যার গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান বিশ্বে সকল প্রগতিশীল রাষ্ট্রে ব্যবস্থায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় শিল্পনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমকে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগতভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়নের যেমন কোন বিকল্প নেই একইভাবে সুষ্ঠু শিল্পায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। শিল্প বিকাশের জন্য যেমন নূতন শিল্প কারখানা সৃষ্টির প্রয়োজন তেমনি এ সকল কারখানায় দক্ষতা ও মুনাফা বৃদ্ধি করে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিও একান্তভাবে অপরিহার্য। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উৎপাদনশীলতার বর্তমান চিত্রঃ
বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে এক অবাক বিস্ময়। এক সময় যে দেশকে বলা হত তলাবিহীন ঝুড়ি, সে দেশই এখন উন্নয়নের রোল মডেল। গত ১৬ মার্চ, ২০১৮ জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। এখন আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া। এছাড়াও জাতিসংঘের Sustainable Development Goal (SDG) বাস্তবায়নের জন্য ২০৩০ সাল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

১৯৭১ সালে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। সে সময় বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকটাই ভঙ্গুর অবস্থায় ছিল। স্বধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক কর্মসূচির অনুকরণে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আগামী ৩৪ বছরে কতটা শক্তিশালী হবে, তা নিয়ে গবেষণা করেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারস (পিডব্লিউসি)। তাদের গবেষণায় উঠে এসেছে, ২০৫০ সালে বিশ্বের ২৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হবে বাংলাদেশ। আর এভাবে এগোলে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার হবে বিশ্বে ২৮তম। বাংলাদেশকে এখন বলা হয় "পরবর্তী এশিয়ান বাঘ"। গত এক দশকে গড়ে ০৬ শতাংশের উপরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং গত তিন বছরে গড়ে ০৭ শতাংশের উপরে পবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ৩২.৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক যা দক্ষিণ এশিয়ায় ২য় সর্বোচ্চ। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯০৯ মার্কিন ডলার। গড় মূল্যস্ফীতি ৬.০০ শতাংশের কম। এসবই সম্ভব হয়েছে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন একটি প্রতিষ্ঠানের তথা দেশের উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি। বাংলাদেশের Gross Domestic Product (GDP) পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতি বছরই আমাদের GDP বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে GDP ছিল ৪৫,৭৯,১২১ যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৯৮,১৫,২৮৯, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১০,৬২৭,০২২ (প্রভিশনাল)। Asian Productivity Organisation (APO) কর্তৃক বিভিন্ন প্রকাশনায় দেখা যায় শ্রম উৎপাদনশীলতা Level বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে শ্রম উৎপাদনশীলতার লেভেল ৪.৪ ছিলো। ২০১১ তে ৪.৪, ২০১২ তে ৬.০, ২০১৩ তে ৭.০, ২০১৪ তে ৭.৪, ২০১৫ তে ৭.৯ এবং যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ৮.৬ হয়েছে। কিন্তু APO Productivity Data Book 2018 এর তথ্য পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের এর শ্রম উৎপাদনশীলতা Level এর অবস্থান অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় অনেক নিম্নে।

সিঙ্গাপুরের অবস্থান সবার উপরে যার শ্রম উৎপাদনশীলতা খবাবষ ১২৭.৮, ২য় অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্র ১১৯.৬, হংকং ১১০.৫, জাপান ৭৮.৭, মালয়েশিয়া ৫৬.৪, পাকিস্তান ১৬.৪, ভারত ১৬ ইত্যাদি। বাংলাদেশের খবাবষ ৮.৬ যার নিচে অবস্থান করছে শুধু নেপাল ও কম্বোডিয়া। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও উপ-খাত ভিত্তিক উৎপাদনশীলতার খবাবষ কি পর্যায়ে রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক খবাবষ অনুযায়ী তাঁর কতটা থাকা দরকার সে বিষয়ে এনপিও কাজ করে যাচ্ছে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও):
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন একটি দপ্তর। জাতীয় এবং কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা সচেতনতা সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এনপিও একটি সরকারি বিশেষজ্ঞ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশে কাজ করছে। বিশ্বায়নের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সৃজনশীলতা প্রচেষ্টায় পণ্যের গুনগত মান উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি একান্তভাবে অপরিহার্য। এনপিও জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর এবং বেসরকারী উদ্যোগে শিল্পায়নকে উৎসাহিত করার মানসে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এনপিও আমাদের দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যা সরকারের উৎপাদনশীলতা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে থাকে। উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কাজও এনপিও করে থাকে। এছাড়াও এনপিও জাপানস্থ আন্তর্জাতিক সংগঠন এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে বাংলাদেশে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

কার্যাবলি :

- ☑ জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নিয়মিতভাবে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা;
- ☑ উৎপাদনশীলতা বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সেমিনার/আলোচনা সভা/কর্মশালার আয়োজন করা;
- ☑ শিল্প কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতার গতিধারা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে পরামর্শ সেবা ও কনসালটেন্সির মাধ্যমে প্রভাবক বা ক্যাটালিস্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করা ;
- ☑ উৎপাদনশীলতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ এবং বিশেষণসহ প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা;
- ☑ বাংলাদেশে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট এর দায়িত্ব পালন করা;
- ☑ KAIZEN কর্মসূচির মাধ্যমে কনসালটেন্সী সার্ভিস প্রদান করা;
- ☑ উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে যথাযথ কলাকৌশল উদ্ভাবন ও নীতিমালা প্রণয়নে সরকার বরাবরে সুপারিশ প্রদান করা।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর ব্যবস্থাপনাঃ
এনপিও এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন, জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতার গতি সঞ্চালনের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান, নীতিমালা প্রণয়ন ও কলাকৌশল নির্ধারণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া ইত্যাদি বিষয়ের জন্য ৩৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ রয়েছে। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এ পরিষদের সভাপতি। এ ছাড়া শিল্প সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২২ সদস্য বিশিষ্ট একটি ত্রিপক্ষীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটি আছে। এনপিও পরিচালক উক্ত কমিটি দুটির সদস্য সচিব। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন কর্পোরেশন সমূহের চেয়ারম্যান, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি এ কমিটির সদস্য। অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহে যথা-পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, রসায়ন শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, চিনি ও খাদ্য শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষি খাত, পরিবহন, আইটি, লেদার ও ট্যানারী, ফিনান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন এবং সেবা খাতে এনপিও কার্যক্রম বিস্তৃত রেখেছে। উল্লেখিত খাত সমূহের জন্য একটি করে মোট ৮টি উৎপাদনশীলতা উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে।

উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণাঃ
উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার জন্য ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) বিগত ০২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বহুমুখী জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে।
উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিম্নোক্ত কর্মসূচি ঘোষণা করেনঃ
১। প্রতি বছর ০২ অক্টোবর "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" হিসেবে পালন;
২। উৎপাদনশীলতাকে একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা; এবং
৩। প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠান কে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড" প্রদান।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুগান্তকারী ঘোষণা উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে আরও বেগবান ও সমৃদ্ধ করেছে। এরপর হতে প্রতি বছর ০২ অক্টোবর অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" পালন এবং শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাঝে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড" প্রদান করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবছরও দেশব্যাপী ০২ অক্টোবর "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" পালন করা হচ্ছে।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "Productivity for Global Competitiveness" অর্থাৎ "বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় উৎপাদনশীলতা"। বিভিন্ন ট্রেড বডি, এসোসিয়েশন, স্কুল এবং কলেজ, সেবামূলক সংগঠন, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকতাবৃন্দ, এবং শ্রমিক সংগঠন সমূহকে উৎপাদনশীলতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

এনপিও এর আন্তর্জাতিক যোগাযোগঃ
এনপিও জাপানস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও), জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট এশিয়া এন্ড দি প্যাসিফিক (সিরডাপ) ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ যাবৎ ১৮৬১ জনকে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে বিদেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এরুপ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের নিয়ে "এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ" নামে একটি এলামনাই সংস্থা গড়ে উঠেছে যারা উৎপাদনশীলতার আন্দোলনকে ক্রমাগত বেগবান করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

অনুমোদিত/প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পঃ
ক) বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে (জিওবি) প্রায় ৬৬.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "Construction of Office Building for National Productivity Organisation (NPO) and Department of Patents, Designs & Trademarks (DPPT) with Modern Facilities" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে গণপূর্ত বিভাগ কতৃক ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই (a2i) প্রোগ্রামের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের (SIF) অর্থায়নে "KAIZEN Online" নামক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এর ফলে বর্তমানের থেকে কয়েকগুন বেশি প্রতিষ্ঠানে একই সাথে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জাপানী টেকনিক "KAIZEN" বাস্তবায়ন ও মনিটর করা সম্ভব হবে।
গ) এনপিও'র জনবলের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের শিল্প, সেবা ও কৃষি সেক্টরের উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন শীর্ষক ০৩ বছর মেয়াদী ডিপিপি অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে একই সাথে এনপিও এর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশব্যাপী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও উদ্যোক্তাগণ উৎপাদনশীলতা বিষয়ে অবহিত হবেন।

এনপিও এর ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ
শিল্প ও সেবা ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত বছর ৬০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৮২৫ জন ব্যবস্থাপক, শিল্প উদ্যোক্তা, সুপারভাইজার এবং শ্রমিক প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখিত সময়ে এনপিও কর্তৃক ০৯টি উৎপাদনশীলতা হ্রাস-বৃদ্ধি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। উৎপাদনশীলতা প্রতিবেদনে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান সমূহের সফলতা ও দূর্বলতার দিক সমূহ চিহ্নিত পূর্বক প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠান সমূহ উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয় এবং আর্থিকভাবে লাভবান হতে প্রয়াস পায় । ৬টি কর্মশালার মাধ্যমে ২২৭ জন উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকের সঙ্গে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ধারণার মতবিনিময় করা হয়েছে। উৎপাদনশীলতা বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে বাংলাদেশ হতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এ বছর ৪৮ জন কর্তকর্তাকে এপিও সদস্যভূক্ত বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ/ কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর যৌথ উদ্যোগে এ বছর "Workshop on Accountable Governance for Productivity growth & Competitiveness";"Workshop on Building Climate Resilience in agriculture"; "Workshop on Advanced Performance Management for Modern Public Sector Organization" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালা Dhaka তে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচিতে এপিও সদস্যভুক্ত দেশ হতে ৬২ জন প্রশিক্ষণার্থী, ১৫ জন রিসোর্স পারসন, ০৩ জন এপিও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন ।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন, বাংলাদেশ এর উদ্যোগে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর অর্থায়নে লেদার সেক্টরে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য ২টি প্রতিষ্ঠানে Material Flow Cost Accounting (MFCA) in Leather Sector, Bangladesh শীর্ষক Development of Demonstration Project বাস্তবায়ন করা হয়। গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ এমপয়ার্স ফেডারেশন এর সম্মেলন কক্ষে এ বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এপিও'র MFCA এক্সপার্ট Dr. Wichai Chattinnawat সহযোগী অধ্যাপক, চিয়াং মাই ইউনিভার্সিটি, থাইল্যান্ড । বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয়ের উপস্থিতিতে ০৬ মে, ২০১৯ তারিখে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সাথে ইনফরমাল সেক্টর ইন্ডাষ্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসআইএসসি) এর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এনপিও এর পক্ষ থেকে এনপিও এর পরিচালক জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান এবং ইনফরমাল সেক্টর ইন্ডাষ্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান, জনাব মির্জা নূরুল গণি শোভন (সিআইপি) সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এনপিওতে গত জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ই-নথি বিষয়ক কার্যক্রম শুরুকরা হয়েছে। সকল দপ্তর সংস্থা (ছোট ক্যাটাগরি) এর ই-নথি কার্যক্রমের বিস্তারিত রিপোর্ট মোতাবেক জুন, ২০১৮ থেকে এ পর্যন্ত এনপিও ১ম স্থানে অবস্থান করে আসছে ।

শিল্প কারখানায় উৎপাদনশীলতার উপর দক্ষতা উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Technical Expert Service (TES) এর আওতায় ০৩ টি প্রতিষ্ঠানে এপিও এর সহায়তায় বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা হয়েছে। এপিও এর সহায়তায় গোবাল ডিসটেন্স লার্নিং নেটওয়ার্কের আওতায় ০৪টি e-Learning Course ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে Destance Learning Centre এ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ কোর্সসমূহে ৮০ জন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, মালিক, কর্মচারী ও সিবিএ প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

প্রোডাকটিভিটি ও কোয়ালিটির মানদন্ড বিবেচনা করে ৬টি ক্যাটিগরিতে ২৮টি সেরা শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠানকে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮" এবং বিভিন্ন ট্রেডবডি/এসোসিয়েশন হতে ৩টি সংগঠনকে "ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট-২০১৮" প্রদান করা হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহিত পদক্ষেপঃ

১. উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে Master Plan প্রণয়নঃ
উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এনপিও এবং এপিও এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের উৎপাদনশীলতা, গুণগতমান, প্রতিযোগিতা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Bangladesh National Productivity Master Plan (NPM) FY 2021 – 2030" বিষয়ক একটি মহা পরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ২২ জুলাই, ২০১৯ তারিখ এপিও সেক্রেটারি জেনারেল মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তুতকৃত Master Plan টি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেছেন। Master Plan বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল সেক্টরের উৎপাদনশীলতা আগামী দশকে বৃদ্ধি পাবে।

২. উৎপাদনশীলতা বিষয়ক আইন প্রণয়নঃ
উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য উৎপাদনশীলতা আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যেখানে শিল্প, সেবা ও কৃষি সেক্টরকে এনপিও কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি সরবরাহের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা এবং এনপিও কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ গ্রহণে উৎসাহিত করার পদক্ষেপ নেওয়া যাবে।

৩. এনপিও দপ্তরের কলেবর বৃদ্ধিঃ
এনপিও এর কর্মকান্ড আরও বিস্তৃত করার জন্য এনপিওকে ডিজি অফিসে রূপান্তর এবং জনবল বৃদ্ধিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে। প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে এনপিও এর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও প্রতিটি বিভাগে আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হলে উৎপাদনশীলতাকে একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা সহজ হবে।

উপসংহারঃ
একটি দেশে যেসব সম্পদ থাকে সেগুলোর মধ্যে মানব সম্পদই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কেবলমাত্র মানুষের দ্বারাই সবকিছুর যথপোযুক্ত ব্যবহার এবং পরিচালনা সম্ভব। আর এই পরিচালনার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন কর্মদক্ষ, মেধাবী ও সৃষ্টিশীল মানব সম্পদ। বর্তমান বিশ্বে মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং তথ্যপ্রযুক্তির যে অকল্পনীয় বিকাশ ঘটেছে তা আমাদের জন্য বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে একথা সত্য; কিন্তু এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে গিয়ে আমাদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আর উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এ তীব্র প্রতিযোগিতায় সফলভাবে টিকে থাকতে দক্ষ মানব সম্পদের গুরুত্ব অপরিহার্য। মানব সম্পদ দক্ষ না হলে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ধরে রাখা সম্ভব হবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের চলমান অভিযাত্রাকে এগিয়ে নিতে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ধারণা জোরদার করতে হবে। সবাইকে উৎপাদনশীলতার সুফল সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তাহলেই আমরা গড়তে পারব সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ।

মোহাম্মদ সালাউদ্দিন
পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন,
শিল্প মন্ত্রণালয়।

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এম.পি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণায়লয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের (এনপিও) উদ্যোগে ০২ অক্টোবর, ২০১৯ দেশব্যাপী "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আমি এনপিও'র সর্বস্তরের কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের প্রশংসা করছি।

আর্থ- সামাজিক অগ্রগতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। এ বাস্তবতা বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আন্দোলন বেগবানের নির্দেশনা দিয়েছেন। এর আলোকে দেশব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির ফলে তৃণমূল পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ধারণা প্রসারের পাশাপাশি এর সুফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে অবহিত হচ্ছেন। এতে করে দেশের শিল্প ব্যবস্থাপনায় গুণগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। পণ্যের গুনগতমান উন্নত হচ্ছে এবং পণ্য বৈচিত্রকরণের প্রয়াস জোরদার হচ্ছে। একই সাথে শিল্প কারখানায় অপচয় হ্রাস ছাড়াও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে দক্ষতা বাড়ছে। দেশের শিল্প, সেবা, কৃষিসহ সকলখাতে যুগপৎ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০২১ সালের আগেই মধ্যম আয়ের, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন এবং ২০৪১ সালের আনেক আগেই উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

টেকসই শিল্পখাত ছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬ প্রণয়নের ফলে দেশে জ্ঞানভিত্তিক ও উৎপাদনমুখী শিল্পায়নের নতুন ধারার সূচনা হয়েছে। দেশের শিল্পখাত উজ্জীবিত হয়েছে এবং সেবাদান প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা এসেছে। এনপিও'র প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম জোরদার করে উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

চলতি বছর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের প্রতিপাদ্য 'বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় উৎপাদনশীলতা' এক্ষেত্রে অত্যন্ত সময়োপযোগী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগ শ্রমিক, মালিক, শিল্প উদ্যোক্তা, শিল্প ব্যবস্থাপক, প্রযুক্তিবিদ, নীতিনির্ধারকসহ উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ধারণার প্রসার ঘটাবে।

আমি **"জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯"** এর সাফল্য কামনা করি।

(নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এম.পি)

কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণায়লয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের ন্যায় ০২ অক্টোবর, ২০১৯ দেশব্যাপী "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" উদযাপন করছে। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

দ্রুত এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য শিল্পায়ন একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। টেকসই শিল্পায়ন ছাড়া অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ভবিষ্যত প্রজন্মের উন্নতির স্বার্থে পরিবেশবান্ধব হওয়া উচিত। এ প্রেক্ষিতে এ বছরের জন্য নির্ধারিত প্রতিপাদ্য 'বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় উৎপাদনশীলতা' খুবই সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

শিল্পখাতের গড় উৎপাদনশীলতা কৃষি এবং সেবাখাতের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। তাই শুধুমাত্র কৃষির প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের মত কম মাথাপিছু ভূমির একটি দেশের সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে শিল্পায়ন ও উৎপাদনখাতে বিশেষীকরণ হল সুস্পষ্ট পথ যার মাধ্যমে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এবং সামাজিক উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যেতে পারে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬ প্রণীত হওয়ার সাথে সাথে দেশে উৎপাদনশীল শিল্পায়নের একটি নতুন যাত্রা শুরু হযেছে। দেশের শিল্পখাত উজ্জীবিত হয়েছে এবং সেবাদান প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা এসেছে। ইতোমধ্যে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৩ শতাংশেরও বেশিতে উন্নীত হয়েছে এবং এটি উৎপাদনখাতের বৃদ্ধি ও বিকাশের একটি আশাব্যঞ্জক উর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রকাশ করে।

আমি আশা করি, "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৯" উদযাপন শিল্প ও উৎপাদনখাতের পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে এসকল খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০১৯" এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি

মোঃ আবদুল হালিম
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

বাণী

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে শিল্প বিকাশের উপর। আবার শিল্প বিকাশ ত্বরান্বিত হয় শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর। তাই শিল্প এবং উৎপাদনশীলতা নিবিড় সম্পর্কযুক্ত বিষয়। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে এপিওভুক্ত উন্নত দেশসমূহের সমমানে পৌঁছানোর ভিশন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যপূরণে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন জাঁকজমকপূর্ণভাবে আগামী ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। আমি এ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

এ বছরের প্রতিপাদ্য "বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় উৎপাদনশীলতা" খুবই সময়োপযোগী একটা বিষয়। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে, নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজেদের মানিয়ে নিতে টেকসই উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমেই একটি দেশ তার নাগরিকদের জন্য উচ্চ আয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। দেশের উৎপাদনশীলতার স্তর দেশের উচ্চ আয়ের টেকসই সক্ষমতাকে নির্দেশ করে। উৎপাদনশীলতা বিনিয়োগ প্রত্যাবর্তন ও অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ব্যাখ্যার অবশ্যম্ভাবী নির্ধারক।

আমাদের শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা আরো অনেক বেশি পরিমানে বাড়ানো প্রয়োজন। এটি উপলব্ধি করেই এনপিও দেশের বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনশীল ও সেবা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শিল্প কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, কারিগরি সহায়তা ও কর্ম পদ্ধতির উন্নয়নে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে।

আমি আশা করি, এই দিবসটি উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ দিনটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা এবং দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ অনুপ্রাণিত হবে এবং উৎপাদনশীলতা বিকাশ প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে জড়িত করবে।

আমি "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯" এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(মোঃ আবদুল হালিম)

Dr. AKP Mochtan
APO Secretary-General
Tokyo

Message

On behalf of the Asian Productivity Organization (APO), I extend my warmest congratulations to the Government and people of Bangladesh on their eighth National Productivity Day. The focus of this year's celebration on 2 October is Productivity for Global Competitiveness. This key initiative by the Bangladesh National Productivity Organisation (NPO)will certainly contribute to realization of the country's vision to become a middle-income country by 2021 and a developed one by 2041.

National Productivity Day in Bangladesh is also very significant for the APO. A country's productivity movement can succeed in transforming its economy to improve the people's standard of living only if it is championed by the top political leadership and supported from the ground up by workers, businesses, and institutions. Prime Minister Sheikh Hasina has been at the forefront of Bangladesh's productivity movement, helping the economy maintain growth despite challenging cyclical and structural factors. This is an excellent illustration of the centrality of productivity in the economy and serves as a model for other APO members to emulate.

The Bangladesh Perspective Plan 2010–2021 development priorities include broad-based socioeconomic growth, effective governance,and the need for globalization and regional cooperation. It also encompasses energy security, infrastructure, and promoting innovation in a knowledge-based society. These are aligned with the APO's strategic roadmap and a validation of the holistic approach to promote sustainable productivity growth in member economies.

Celebrating Productivity Day underlines the urgency of enhancing efficiency and raising productivity at the national level throughout the public and private sectors as well as among citizens and is a major step toward achieving the Vision 2021 goals of Bangladesh. It is encouraging to see the holistic way Bangladesh is undertaking Productivity Day campaigns using mass media, including seminars, TV and radiotalk shows, rallies, and also commemorative publications on Green Productivity and sustainable development issues. The APO applauds these grassroots activities to establish productivity as the central theme for sustainable development and growth in the minds of citizens and stakeholders while emphasizing the critical role that productivity must play in helping Bangladesh achieve its target of becoming a developed economy by 2041.

Congratulations to the NPO and Ministry of Industries of Bangladesh for organizing these events on National Productivity Day and for reiterating their strong commitment to improving productivity. The APO will continue to support the people of Bangladesh in becoming a more productive, sustainable economy.

I hope that all Bangladeshis will enjoy National Productivity Day activities and carry them over into their daily lives in the coming year.

Dr. AKP Mochtan

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয়